পাগলা টিপু

এ. কে. এম. মহিউদ্দিন

facebook/@maktabatuttalamij

পাগলা টিপু

এ. কে. এম. মহিউদ্দীন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

facebook/@maktabatuttalamij

পাগলা টিপু

এ. কে. এম. মহিউদ্দীন

চিত্রায়ণঃ রফিকুল ইসলাম

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৮৬, কার্তিক ১৩৯৩, রবিউল আউয়াল ১৪০৭

শেখ তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স এণ্ড প্রডাক্টস লিঃ, আইডি ভিলা, বনানী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং লাভলী বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস ৩/১২, জনসন রোড, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা-১। থেকে বাঁধাইকৃত। ই.ফা. বা প্রকাশনা ১৩৪৪। ই. ফা. গ্রন্থাগার ৯২৩, ১৫৪ মহি-পা।

মূল্যঃ দশ টাকা

Pagla Tipu : by A. K. M. Mohiuddin Published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka.

Price : Taka 10.00 $ .50

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

আজকে আমরা যে বাংলাদেশে বাস করছি এর প্রতিষ্ঠা কিন্তু অল্প দিনের চেষ্টায় সম্ভব হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ইতিহাস। বাংলাদেশ এখন মুসলিম প্রধান। এককালে এমনটি ছিল না। তবে সেকালে এদেশে যে সব মুসলমান বাস করতেন, তাঁরা ছিলেন সংগ্রামী। তাঁরা বিদেশী শাসন-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে, ভিন্নধর্মী মানুষের হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা নিপীড়িত অত্যাচারিত গরীব-মুসলমানদের জন্য আজীবন কাজ করেছেন। তাঁরা তাই আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরা আমাদের প্রেরণার উৎস। ইতিহাসের অন্ধকার গলিতে এঁদের অনেকে হারিয়ে গেছেন। অনেকের কথা অল্প-বিস্তর জানা যায়। এঁদের খুঁজে বের করা আমাদেরই কাজ, আমাদেরই দায়িত্ব। 'পাগলা টিপু' ছিলেন তেমনি একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তিনি।

জনাব এ, কে, এম, মহিউদ্দীন ছোটদের উপযোগী ভাষায় 'পাগলা টিপু'র জীবন-কথা গ্রন্থনা করেছেন। শুধু শিশু-কিশোরদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও বইটি ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যাদের জন্য বইটি লেখা, তারা নিজেদের ইতিহাসের গৌরব-গাঁথা পড়ে উৎসাহিত হলেই আমরা আনন্দিত হব। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বইটি যত্নসহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌কে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

শেখ তোফাজ্জল হোসেন

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

মুক্তি মুক্তা হীরা হীরু

—স্নেহভাজনেষু

লেখকের কথা

মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রে কোনদিন পরাজিত হয় নি, তারা পরাজিত হয়েছে রণক্ষেত্রের বাইরে। তারা শহীদ হয়েছে, কিন্তু মাথানত করেনি কোনো দিন। প্রচন্ড সংগ্রামে জয়লাভ করা আর হীন ষড়যন্ত্রে জীবন বিসর্জন দেওয়াই মুসলমানদের ইতিহাস।

আযাদী, দেশ প্রেম এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে সারা ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের ইতিকথা একই রকম। মধ্যভারতের টিপু সুলতান আর বাংলাদেশের টিপু সুলতানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। সুশিক্ষিত পদাতিক, ঘোড়সওয়ার আর তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করে বাংলার টিপু সুলতান প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বার বার তিনি বিজয় লাভ করেছেন, ইংরেজরা পরাজিত হয়েছে। আযাদী পাগল বাংলার টিপু সুলতান ঐতিহাসিকদের প্রতারনায় 'পাগল টিপু' হিসাবে উপেক্ষিত।

কিন্তু ইতিহাস মিথ্যা বলে না। সত্য একদিন প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের টিপু সুলতান ও আজ ইতিহাসে যথোপযুক্ত স্থান লাভ করবেন।

facebook/@maktabatuttalamij

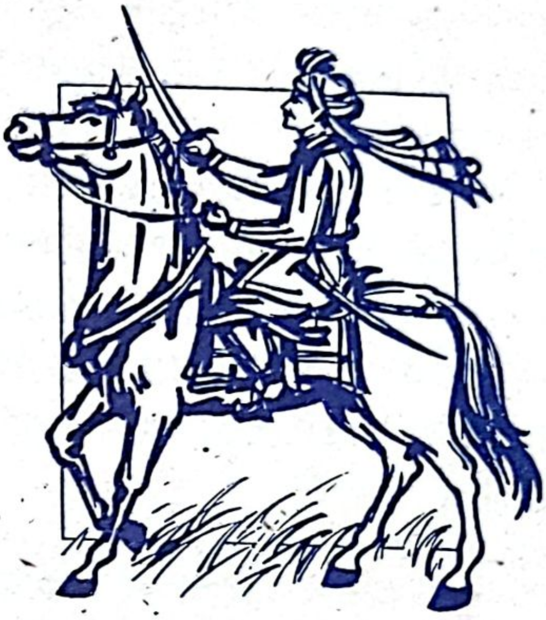

॥ এক ॥

স্বাধীনতার গল্প

আজ একটি গল্প বলবো। গল্পটা হলো আমাদের এক বীর যোদ্ধাকে নিয়ে। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন সারা জীবন। কিন্তু একবারও হার হয়নি তাঁর। এমনিই সাহসী যোদ্ধা ছিলেন তিনি।

তোমরা হয়তো বলতে চাইবে কেন এত যুদ্ধ করতে হলো তাকে ? আর কিসের জন্যই-বা সেই যুদ্ধ ?

হ্যাঁ, গল্পের শুরু তো এখানেই। তোমাদের মনের এই কথাটাকে নিয়ে। যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছিলো আমাদের প্রিয় এই দেশটাকে আযাদ করবার জন্য। দুশমনদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার জন্যে, তিনি ছিলেন আমাদের আযাদীর যুদ্ধের এক মহান সৈনিক। সিংহের মতো ছিলো তাঁর তেজ আর সাহস। তার সামনে তাই দুশমনরা আগে বাড়তে পারেনি। পরাস্ত করতে পারেনি তাঁকে কোনো লড়াইতে।

facebook/@maktabatuttalamij

আমরা এখন আযাদ। মুক্ত স্বাধীন আমাদের এই দেশ। কিন্তু অনেক অনেক বছর আগে আমাদের এই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলো ভিনদেশী দুশমনরা। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে এসেছিলো তারা। এসেছিলো আমাদের এই দেশে, বণিকের বেশে। জাতিতে তারা ছিলো ইংরেজ। মনে মনে ছিলো তাদের অনেক দুষ্ট বুদ্ধি, ব্যবসা করতে এসে তার শুরু করলো নানান রকম ছল-চাতুরি। আমাদের সরলমন লোকগুলিকে তারা সুযোগ পেলেই ঠকাতো। দশ টাকার জিনিস হাতড়ে নিয়ে দিতো এক টাকা। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে ব্যবসার নামে তারা চালাত জুলুম। দেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো ইংরেজ নামক এই সাদা মুখো লোকগুলির অত্যাচারে।

এই ধাঁড়বাজদেরও বন্ধুর অভাব ছিলো না। কারা ছিলো তাদের বন্ধু, এ দেশেরই একদল লোক তোষামোদ করতো ইংরেজদের। ব্যবসায় জালিয়াতি আর ফাঁকিবাজি করে টাকার কুমির হয়ে বসেছিল ইংরেজরা। সেই টাকা দিয়ে তারা বশ করলো এ-দেশের বড় বড় মহাজন, ধনিক, বণিক আর জমিদারদের।
ইংরেজদের মতলব ছিলো, আমাদের দেশের রাজা হয়ে বসার।এতদিন সেই সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছিলো তারা। বড় বড় মহাজন আর জমিদারদের বশ করবার পর তারা ভাবলো সুযোগটা এবার এসে গেছে। তাই আঁট ঘাট বেঁধে নামলো তারা। মোসাহেব লোকদের নিয়ে পাকাতে লাগলো ষড়যন্ত্র।

তখন এই দেশের শাসনকর্তা ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কিন্তু তাঁর সেনাপতি মীর জাফর আর মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিলো যেমন ক্ষমতার লোভী, তেমনি টাকারও লোভী। ইংরেজরা টাকা দিয়ে আর সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে বশ করলো তাদের।

সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। ইংরেজদের জুলুম বন্ধ করবার জন্যে তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করলেন তিনি। হেরে গিয়ে ইংরেজরা সন্ধি করলো। এরপরও শয়তানি বন্ধ করলো না তারা। আবার যুদ্ধ হলো নবাবের সাথে।

facebook/@maktabatuttalamij

আবারো তারা হারলো। এবার ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেলো তারা ভয়ে। ইংরেজরা বুঝলো যুদ্ধে কখনো তারা জিততে পরবে না।

শেষে তারা ঠিক করলো, ছলনা দিয়ে কাবু করতে হবে সিরাজ-উদ-দৌলাকে। শয়তানি বুদ্ধির ডিপো ছিলো তাদের এক সেনাপতি। নাম ক্লাইভ। এই ক্লাইভকে দিয়ে নবাবের প্রধান সেনাপতিকে দলে ভিড়ালো তারা। দলে টানলো নবাবের আরো অনেক কর্মচারীকে। গোপনে কথা হলো এবার যুদ্ধ হলে নবাবের প্রধান প্রধান সেনাপতি দূরে সরে থাকবে। তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা কেউ লড়াই করবে না। ফলে, একতরফা জিতে যাবে ইংরেজরা।

আর জিতলে কি হবে, ওরা নবাবের সিংহাসনে বসাবে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে। ক্ষমতার ভাগ দেবে মীর জাফরের বাদবাকি সব দোসরকে। জামিদার বানাবে তাদের কুটুম ব্যবসায়ী আর মহাজনদের।লোভে পড়ে ইংরেজদের কেনা গোলাম হলো নবাবের কর্মচারীরা। ধনিক-বণিকরা। জগৎশেঠ আর উমি চাঁদেরা।

এর পর পলাশীর ঘটনা। আযাদীর প্রথম লড়াই হলো পলাশীর আমবাগানে। বেঈমানেরা সব থাকলো ইংরেজদের পক্ষে। সামান্য কিছু অনুগত সৈন্য নিয়ে একাই যুদ্ধ করলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। আর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তামাসা দেখলো বিশ্বাসঘাতকের দল। অন্যদিকে দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা লড়ে গেলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁরা জানতেন, এত কম শক্তি নিয়ে জেতা যাবে না যুদ্ধে। তবু তাঁরা পিছু হটলেন না। লড়াই করে শহীদ হলেন স্বাধীনতার জন্যে। বেঈমানদের হাতে শহীদ হলেন আযাদীর মহান সেনানী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।

আর সেদিন থেকেই শুরু হলো আমাদের স্বাধীনতার একটানা যুদ্ধ।

পলাশীতে যুদ্ধের নামে ছলনা করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলো ইংরেজ। বেঈমানরা হলো তাদের হাতের পুতুল। তারপর একসময় এই পুতুলগুলোকেও তারা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হয়ে বসবার পর শুরু হলো ইংরেজদের নতুন নতুন জুলুম। জমির খাজনার হার বাড়ালো তারা তিন চারগুণ!

facebook/@maktabatuttalamij

গরীব চাষীরা পথে বসলো। করের ভারে ব্যবসায়ীরা হলো দিশেহারা। ইংরেজদের সবচেয়ে বেশী আক্রোশ ছিলো মুসলমানদের উপর। কারণ, তারা ইংরেজদের শাসক হিসাবে মানতে রাজী ছিলো না। ইংরেজরাও জানতো, মুসলমানদের হাত থেকেই তারা ষড়যন্ত্র করে ছিনিয়ে নিয়েছে এ দেশের আযাদী। কাজেই সুযোগ পেলে একদিন এর প্রতিশোধ নেবে তারা।

তাই মুসলমান সমাজকে নানা কৌশলে তারা দাবিয়ে রাখলো। কেড়ে নিলো তাদের জোতমজা। মুসলমান জমিদারা খোয়ালো তাদের জমিদারি। বিরাট বিরাট জমিদারির মালিক হলো ইংরেজদের গোমস্তা আর পাইক-বরকন্দাজেরা।

এদের বেশীর ভাগই ছিলো প্রতিবেশী সমাজের লোক। রাতারাতি রাজা বনে গিয়ে দেশের লোকের সামনে অত্যাচার চালাতে শুরু করলো এরা। জমির খাজনা বাদেও কৃষকদের উপর চাপানো হলো দশ-বিশ রকমের কর। কর দিতে না পারলেই ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন চালানো হতো। সেই উৎপীড়নে প্রাণ হারিয়েছে শত শত কৃষক। কৃষকের হালের বলদ, গোলার ধান, গাছের ফল আর পুকুরের মাছ পর্যন্ত খাজনার দায়ে লুটে নিয়ে যেতো জমিদারের পেয়াদারা। যখন তখন নিলাম হতো তাদের জমি।

একদিকে শাসক ইংরেজের অত্যাচার, আরেক দিকে দেশীয় জমিদারদের শোষণ, দেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান কেউ রেহাই পেলো না এই দুই হায়েনার ছোবল থেকে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগলো ফি-বছর। লাখ লাখ লোক মারা যায় দুর্ভিক্ষে। হাহাকার ওঠে গ্রামে-গঞ্জে।

এই অভিশাপ থেকে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যাবে? কেমন করে বন্ধ করা যাবে ইংরেজের জুলুম? দেশীয় জমিদার মাহাজনের শোষণ? কোন্ পথে গেলে আসবে মুক্তি? আর সেই পথই বা কোথায়?

হ্যাঁ, সে পথই তো আযাদীর পথ। আযাদীর লড়াইয়ের পথ। এক দূরন্ত যুবক অনেকদিন ধরে খুঁজছিলেন সেই পথের দিশা। নাম তাঁর টিপু শাহ [illegible]াকের

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

কাছে 'পাগলা টিপু' নামে পরিচিত তিনি। তাকে দিয়েই শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের এই গল্প, পলাশীর পর এই বীর যুবক এদেশের মাটিতে উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন স্বাধীনতার পতাকা।দেহে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারেনি টিপুর হাত থেকে।

॥ দুই ॥

মুক্তিযোদ্ধা টিপু

পাঠান আমলের কথা। তখন বাংলায় রাজত্ব করতেন পাঠান সুলতান।মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সময় পাঠান সরদার শের খাঁ বাংলা দখল করলেন। তারপর হুমায়ূনকে পরাজিত করে তিনি বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে। তাঁর উপাধি হলো শের-শাহ। বাংলা দখল করার সময় মোমেনশাহী জেলার পশ্চিম-উত্তরে একটা শহর পত্তন করলেন তিনি, তার নাম অনুসারে শহরটার নাম হলো শেরপুর। এখানে ছিলো পাঠানদের একটা বড়ো দুর্গা, শেরপুরের দখল দিয়ে অনেক যুদ্ধ হয়েছে মুঘল আর পাঠানে।

সেকালে কয়েকটা অঞ্চল নিয়ে হতো একটা পরগণা। মোমেনশাহীতে তখন চারটি বিখ্যাত পরগণা ছিলো, পরগণাগুলির নামঃ মোমেনশাহী, আলেকশাহী, শেরপুর ও নসরত শাহী। এই পরগণাগুলিকে একত্র করে একটি স্বাধীন রাজ্য পত্তন করলেন মাজুশাহ। শেরপুর ছিলো তার রাজধানী। মাজু শাহ ছিলেন একজন দরবেশ শাসক। তার সুশাসনে সুখে ছিলো সাধারণ মানুষ।

কিন্তু ইংরেজরা কেড়ে নিতে চাইলো তাঁর রাজ্য। বিরাট বাহিনী নিয়ে তারা আক্রমণ করলো শেরপুর। কিন্তু সহজে হাল ছাড়লেন না মাজু শাহ। অনেক যুদ্ধের পর ইংরেজরা দখল করলো মাজু শাহ'র রাজ্য। শহীদ হলেন মাজু শাহ।

মাজু শাহ'র ছেলে টিপু শাহ যুবক টিপু শপথ করলেন যেমন করেই হোক বিদেশী ইংরেজদের হটাতে হবে। দুশমনের হাত থেকে ছিনিয়ে রাখতে হবে

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

দেশের স্বাধীনতা। পিতার সংগ্রামের পতাকা হাতে তুলে নিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু। গড়ে তুললেন এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী। বছরের পর বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। লড়াই করেছিলেন সিংহ-বিক্রমে। স্বাধীনতার নামে তিনি ছিলেন পাগল। তাই তাঁর নাম হয়েছিলো পাগলা টিপু।

টিপু তাঁর মুজাহিদদের সে সময়কার যুদ্ধের সব নিয়ম কানুন শেখালেন।

তখনকার দিনে কি দিয়ে যুদ্ধ হতো? হতো তলোয়ার, ঢাল, শড়কি, বল্লম, তীর-ধনুক দিয়ে। বন্দুকের চল তখনো খুব একটা হয়নি।

যুদ্ধ হতো সামনা সামনি। হয় ঘোড়া নয়তো হাতির পিঠে চড়ে। পায়-দল যুদ্ধও হতো, যারা হাতি-ঘোড়া ছাড়া যুদ্ধ করতো তাদের বলা হতো পায়-দল যোদ্ধা বা পদাতিক।

যারা তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত তারা দূরে বনে-জঙ্গলে বা কোনো উঁচু জায়গায় আড়ালে না হয় গাছের উপর লুকিয়ে যাকত। আর যখনি অপর দলের কাউকে সুযোগ মতে পেয়ে যেতো অমনি আচমকা ছুঁড়ে দিত হাতের তীর। তীরের মাথায় লাগানো থাকত বিষ। যার গায়ে তীরটা লাগত তার আর বাঁচোয়া ছিল না। সংগে সংগেই খতম। আজকালকার গেরিলা যুদ্ধের মত ছিল এই যুদ্ধ। টিপু তাঁর মুজাহিদদের এই যুদ্ধেও শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

টিপু এসব করতে গেলেন কেন? যারা দেশকে ভালোবাসেন, তারা কোনো দিনই দেশের মানুষের আযাদী বিকিয়ে দিতে পারেন না। ইংরেজদের হাত থেকে দেশের আযাদী ফিরে পাওয়ার জন্যেই টিপু মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধে নেমেছিলেন।

একবার দু'বার নয়, পর পর বারো বার তাঁকে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

একবার কি হয়েছিল জান?

facebook/@maktabatuttalamij

টিপুর সেনাপতি দুবরাজ শাহ দলবল নিয়ে সুসংপরগণায় ইংরেজদের ঘাটি আক্রমণ করলেন। রাত তখন শেষ। ভোর হয় হয়। ইংরেজ সেনারা সবাই ঘুমিয়েছিল। যারা ছাউনি পাহারায় ছিল, টিপুর সৈন্যদের তীরের আঘাতে সবাই তারা খতম হল।

সকাল হলে ইংরেজরা দেখল,তাদের পাহারাদার সেনারা সব মরে পড়ে আছে। কি ব্যাপার। কারা একাজ করল? কার এত বড় সাহস?

তখনই ইংরেজ সেনাপতি আদেশ করলেনঃ যাও দুশমনদের যেখানেই পাও ধরে নিয়ে এস।

একশ' ইংরেজ সৈন্য বেরিয়ে পড়ল টিপুর মুক্তি ফৌজের খোঁজে। তছনছ করে ফেলল তারা আশেপাশের বন-জঙ্গল। কিন্তু কোথাও পাত্তা মিললো না ওদের। নিরাশ হয়ে ফিরছিল ইংরেজ সেনাদল। হঠাৎ পথের মাঝখানে শুরু হলো তীরের বৃষ্টি। ঝাঁক-ঝাঁক তীর এসে ঘায়েল করতে লাগল গোরা সেনাদের।

বিষাক্ত তীরের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বহু ইংরেজ সৈন্য। কিন্তু কোথা থেকে তীর আসছে, কে তীর মারছে কিছুই বুঝতে পারল না তারা। দিশেহারা ইংরেজ সেনাদের যারা বেঁচে থাকলো, প্রাণ নিয়ে তারা ছুটে পালিয়ে গেল।

দুপুর হওয়ার আগেই দেখা গেল ইংরেজ সেনারা সবাই ঘাঁটি ছেড়ে উধাও। একই খবর এল নসরত শাহ পরগণা থেকে। টিপুর মুক্তি ফৌজের ভয়ে সেখানকার ইংরেজ সেনারাও প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। যাবার বেলায় তারা ছাউনির তাঁবু পর্যন্ত সাথে নিয়ে যেতে পারেনি।

সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটল শেরপুর পরগণায়, শেরপুরের জমিদার শেরপুর ঘাঁটির একজন ইংরেজ সাহেবকে নিয়ে বিকাল বেলা ঘুরতে বেরিয়েছেন। বেশ খোলামেলা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটা খালের পাড়ে এসে দাঁড়াল তারা। হঠাৎ

facebook/@maktabatuttalamij

খালের পাড়ের ঝোপ থেকে পাঁচজন লোক তাদের ঘোরাও করে ফেলল। জমিদার তো রেগে আগুন। হুংকার ছেড়ে বললঃ

'কে রে তোরা? অমন সাহস তোদের যে আমার পথ আগলে দাঁড়য়েছিস!'

টিপুর লোকদের একজন গর্জন করে উঠলোঃ

'আমরা টিপুর লোক। তোদের যম!'

কথা ক'টি শুনেই ভয়ে চুপসে গেল জমিদার। মুখ থেকে আর কোন কথাই বেরুল না তার।

এদিকে ইংরেজ সাহেবটির অবস্থা কি হয়েছে জান?

সাহেব ভালো বাংলা জানত। যমের কথা শুনেই 'হোয়াট!' বলে সেই যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, আর উঠল না।

॥ তিন ॥

শেরপুরের লড়াই

দিন যায়, মাস যায়। টিপুর মুক্তি সেনাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় অত্যাচারী জমিদারের দলবল।

আর ইংরেজরা!

টিপুর ফৌজের ভয়ে তারা পথে বেরুতেই সাহস পায় না। তারা ভাবলো, এ-ভাবে আর কতদিন চলবে? রাজ্য চালাতে হলে যে টিপুকে দমন করা চাই।

এবার তারা বেশ আঁট ঘাট বেঁধেই নামল।

তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভালো যুদ্ধ করতে পারত তাদের বাছাই করল তারা।

তারপর লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে রওয়ানা হল টিপুকে শায়েস্তা করতে।

কিন্তু টিপুকে শায়েস্তা করা অত সহজ ছিল না।

facebook/@maktabatuttalamij

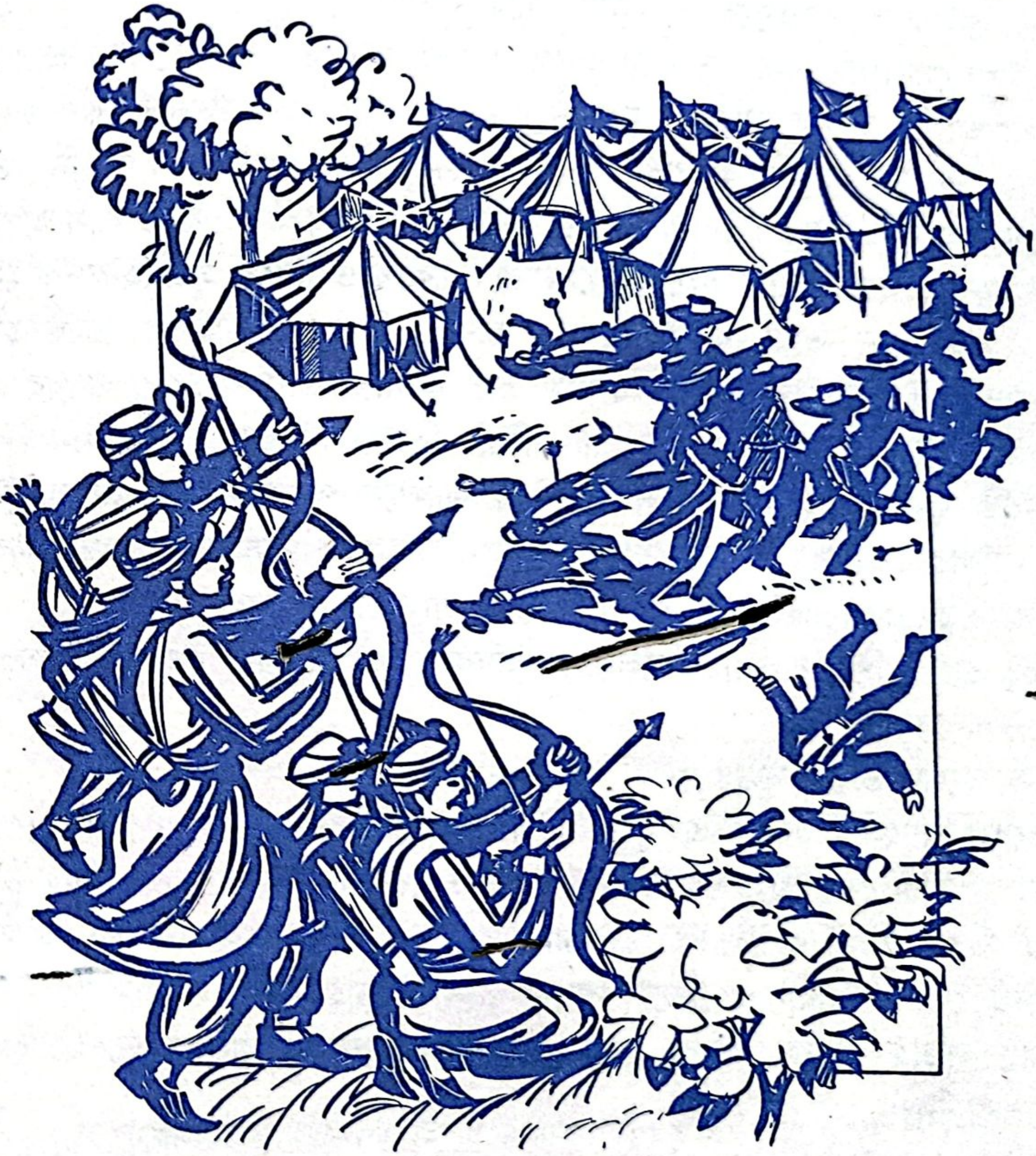

facebook/@maktabatuttalamij

টিপুর সেনাপতি তুর্কশাহ্ আগে থেকেই খবর রাখছিলেন, ইংরেজ আর জমিদাররা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে কিনা?

ইংরেজরা নিজেদের খুব চালাক মনে করেছিল। তারা রাতের আঁধারে হঠাৎ টিপুর ফৌজকে শেরপুরে আক্রমণ করে বসল।

টিপুর সেনাপতি কিন্তু সে খবর আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আর তাই তাদের আসার অনেক আগেই যেখানে যুদ্ধ হতে পারে তার তিন দিকের জঙ্গলে নিজের সেন্যদের লুকিয়ে রাখলেন। ইংরেজ সৈন্যরা এর কিছুই টের পায়নি। তারা বুঝতেও পারেনি, টিপুর সৈন্যরা তাদের খতম করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে।

সামনে এগিয়ে চলছে ইংরেজ সৈন্যরা। কোথাও টিপুর মুজাহিদদের দেখা নেই। মনে মনে তারা খুশীই হলো। ভাবল, টিপুর মুজাহিদরা ভয়ে হয়ত পালিয়েছে! ইংরেজ সেনাপতির হুকুমে তার সৈন্যরা তাঁবু পাতলো পথের এক জায়গায়। মনের সুখে তারা যখন গা-এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, ঠিক তখন টিপুর সেনাপতি তুর্কশাহ্ আচমকা দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজ বাহিনীর উপর। টিপুর সৈন্যদের বিষাক্ত তীরের সামনে টিকতে পারল না ইংরেজ ফৌজ। মরি-কি পরি করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালাতে লাগাল তার।

টিপু তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। চারদিক থেকে ইংরেজ সৈন্যদের ঘেরাও করে ফেললেন।

শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ!

ইংরেজ বাহিনীর সাথে এ যুদ্ধে টিপুর মুজাহিদরা প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল ইংরেজদের সাথে এবার তারা হেরে যাবে। কিন্তু টিপু তাদের সাহস দিয়ে বললেনঃ আমরা আল্লাহ’র নামে যুদ্ধ করছি। আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য লড়াই করছি। আমাদের ভয় কিসের? লড়াই থেকে পিছপা হবে না কেউ। জয় আমাদের হবেই।

facebook/@maktabatuttalamij

টিপুর এই অভয়ের কথা শুনে মনে অসম্ভব জোর পেল তাঁর সেনারা। জীবন বাজি রেখে তারা যুদ্ধ করতে লাগল। তাদের লড়াই ছিল স্বাধীনতার লড়াই। মুক্তির লড়াই। সুতরাং জানবাজের মতন লড়তে লাগল তারা। ইংরেজ সৈন্যদের সাধ্য ছিল না তাদের পিছু হটায়।

ইংরেজ সৈন্যদের হাতিয়ার ছিল বন্দুক। আর টিপুর সৈন্যদের হাতিয়ার ছিল তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম। আর তলোয়ার-পাকা তীরন্দাজ ছিল তারা। সামনা সামনি যুদ্ধে টিপুর মুক্তি ফৌজের দেশীয় অস্ত্রের সামনে এঁটে উঠতে পারল না বন্দুকধারী ইংরেজ বাহিনী। তা'ছাড়া প্রাণ বাজি রেখে যারা যুদ্ধ করে, তাদের কাছে কে দাঁড়াতে পারে?

ইংরেজ সেনাপতি আহত হলেন যুদ্ধে। তিনি দেখলেন, টিপু কিছুতেই যুদ্ধ থামাবে না। মরে যাবে তবু পিছু হটবে না। ইংরেজ সৈন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছে মুজাহিদের আক্রমণে। তাদের হাতে বেদম মার খেয়ে। এখন উপায়! উপায় একটা আছে। আর তা হল টিপুর কাছে হার মানা।

কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে পরাজয় মেনে নেওয়া কেমন করে সম্ভব? এ যে মুখে চূনকালি মাখার সমান।

ইংরেজ সেনাপতি যখন এসব ভাবছেন, তখন যুদ্ধের মাঠ সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে উঠছে। অনেক ইংরেজ সৈন্য হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধ করার মত আর মনোবল ছিল না তাদের। এ অবস্থায় ইংরেজ সেনাপতির পক্ষে হার মানা ছাড়া উপায় ছিল না। তা না-হলে যে তাঁর সব সৈন্যই খতম হয়ে যাবে। তাই তিনি সাদা নিশান তুলে রণে ভঙ্গ দিলেন। যুদ্ধে সাদা নিশান তোলার মানে ছিলো, পরাজয় স্বীকার করা।

এ যুদ্ধে টিপুর সৈন্যরা টিপুর সাহস আর বীরত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। গিয়েছিল ইংরেজ সৈন্যরা। মুজাহিদরাও কম অবাক হয়নি। পাগলা হাতির মতন

facebook/@maktabatuttalamij

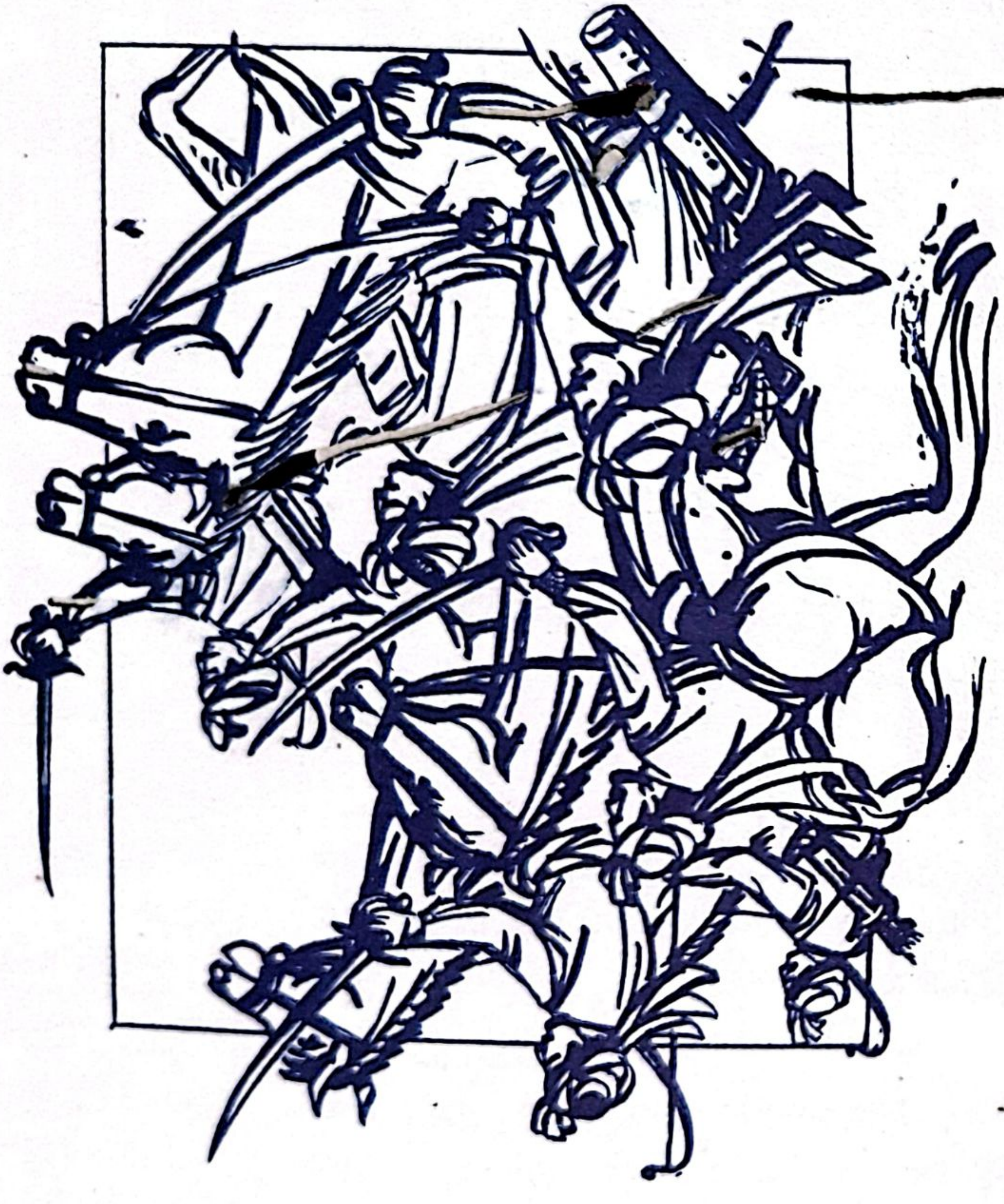

facebook/@maktabatuttalamij

ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজদের উপর বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টিপু। সেই থেকে সবাই তার নাম দেয়, 'পাগলা টিপু'।

ইংরেজ আর তাদের অনুগত লেখকদের রচিত ইতিহাসে এ যুদ্ধকে আখ্যায়িত করা হলো 'পাগলাপন্থী ফকিরদের পাগলামি' বলে।

॥ চার ॥

সিংহ-শাবক টিপু

১৮২৩ সালের কথা।

বর্মায় যুদ্ধ শুরু হল। ইংরেজ আর বর্মীদের মধ্যে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো ইংরেজদের। সুযোগ বুঝে টিপু নিজেকে শেরপুর নসরত শাহী পরগণার সুলতান বলে ঘোষণা করলেন।

ইংরেজরা একটি সড়ক তৈরী করছিল বর্মায় সৈন্য আর রসদ পাঠানোর জন্যে। জামালপুর থেকে সিলেট পর্যন্ত হবে সড়ক।

টিপু বাধা দিলেন সড়কের কাজে। ফলে সড়ক আর হলো না। ইংরেজরা গেল আরো চটে। টিপুকে দমন করতে আবার তারা কোমর বাঁধলো। তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল সেই মুখচেনা জমিদার গোষ্ঠী।

১৮২৫ সাল। ইংরেজ আর জমিদারদের বিরাট এই ফৌজ আক্রমণ করল টিপুর মুজাহিদ বাহিনীকে। শেরপুরের কাছে মুখোমুখি হল দুই সেনাদল।

টিপুর সেনাপতি তুর্কশাহ্ এবং দুবরাজ-শাহ্ প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। কড়া মার দিলেন ইংরেজ আর জমিদারদের মিলিত ফৌজকে। জমিদাররা তাদের একটি সৈন্যও ফেরত নিয়ে যেতে পারল না যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

এরপরও টিপুর সাথে অনেক যুদ্ধ হয়েছে ইংরেজদের। বার বার তারা হামলা চালিয়েছে টিপুর মুক্তি সেনাদের উপর। কিন্তু সিংহ-শাবক টিপুকে তারা একবারও পরাজিত করতে পারল না।

facebook/@maktabatuttalamij

ইংরেজদের অনাচারে শেষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন টিপু। সব নষ্টের গোড়া ছিল ইংরেজ ফৌজের বজ্জাত সেনানায়ক। তার অত্যাচারে জেরবার হয়েছে দেশের বহু এলাকা। মারা পড়েছে অনেক গরীব চাষী। তাই এই বিষ ফোঁড়াকে উপড়ে ফেলবার জন্যে একাই টিপু হানা দিলেন ইংরেজ শিবিরে। আঘাত হানলেন রাতের অন্ধকারে। খতম হল ইংরেজ সেনাপতি।

কিন্তু ভাগ্যের ফেরে ইংরেজ সেনাদের হাতে ধরা পড়লেন টিপু। তারা এই বীর মুক্তি সেনানীকে হাতের নাগালে পেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল আনন্দে। ঘটা করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল তারা। সে সুযোগ কিন্তু তাদের হয়ে উঠল না।

মুজাহিদ বাহিনীর কাছে বাতাসের আগে গিয়ে পৌঁছল টিপুর ধরা পড়বার খবর। সংগে সংগে চারদিকে জ্বলে উঠলো দাবনল। পরগণায় ইংরেজদের সবকটি ঘাঁটির ওপর [illegible] ঝাঁপিয়ে পড়ল মুজাহিদ ফৌজ। পুড়িয়ে ছারখার করতে লাগলো তাদের [illegible]।

ইংরেজরা এদিক [illegible] না ওদিক সামলাবে। মহা ফ্যাসাদে পড়ল তারা। টিপুর দিকে আর তারা মনোযোগ দিতে পারল না। এই সুযোগে ইংরেজদের কয়েদখানা থেকে সরে পড়লেন টিপু। মুক্ত বাতাসে এসে আবার মরণপণ সংগ্রাম শুরু করলেন তিনি। তাঁর রাজ্য সীমায় ঢুকতে আর সাহস পেল না বিদেশী হানাদারের দল।

॥ পাঁচ ॥

মরণজয়ী বীর

ইংরেজরা বুঝল, যুদ্ধ করে পাগলা টিপুকে কখনো কাবু করা যাবে না। তাই তারা এবার ধরল তাদের সেই পুরনো চক্রান্তের পথ। যে-পথে সিরাজ-উদ-দৌলাকে তারা সরিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে।

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

মেজর ডেমপিয়ার নামক এক ইংরেজকে পাঠানো হলো টিপুকে ফাঁদে ফেলবার মতলবে। একটি ফৌজের অধিনায়ক হয়ে এলেন তিনি মোমেনশাহীতে। পলাশী যুদ্ধের ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের মতই ধড়িবাজ ছিলেন এই ডেমপিয়ার। টাকা দিয়ে আর নানা রকম লোভ দেখিয়ে গোপনে টিপুর বিশ্বাসী লোকদের বশ করার ফন্দি আঁটলেন তিনি।

সে সময় নর নারায়ণ রায় নামে শেরপুরে ছিলেন একজন জমিদার। এই লোকটিকে টিপু খুব বিশ্বাস করতেন। কারণ, নারায়ণ রায় আগে কোনো দিনই টিপুর বিরুদ্ধে কিছু করেননি। ফলে, দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সুসম্পর্ক। মেজর ডেমপিয়ার এ সুযোগটিকে কাজে লাগালেন। তিনি অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে নর নারায়ণ রায়কে নিজের দলে ভেড়ালেন।

শুধু কি [illegible]

টিপুর সেনা[illegible]গিরিকেও অনেক টাকা দিয়ে হাত করলেন ইংরেজ সেনানায়ক।

নর নারা[illegible] আর জানকুগিরি দু'জনে মিলে বুদ্ধি [illegible]লেন, যেভাবেই হোক টিপুকে ধরিয়ে দিতে হবে মেজর ডেমপিয়ারের হাতে।

কিন্তু কি ভাবে?

তারা জানত, টিপু যদি টের পায় তাহলে আর [illegible] নেই। তাই অতি গোপনে চলল বেঈমানদের ষড়যন্ত্র। একদিন জানকুগিরি [illegible] তাঁর প্রধান সহকারীদের কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন। বললেনঃ

'ইংরেজ আর জমিদারদের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের আরো শক্তির দরকার। এ ব্যাপারে জমিদার নর নারায়ণ রায় আমাদের সাহায্য করতে রাজী আছেন। চলুন আমরা তাঁর সাথে গিয়ে গোপনে আলাপ করি। তারপর দেখবো, ইংরেজরা যায় কোথায়।

facebook/@maktabatuttalamij

জমিদার নর নারায়ণ রায় এতদিন টিপুর কাছে ভালো মানুষ সেজে থেকেছিলেন। তাকে অবিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পাননি টিপু। কথাটা তাই সবারই পসন্দ হল। তাঁরা জানকুগিরির প্রস্তাবে রাজী হলেন।

কেউ-ই বুঝতে পারলেন না, কী ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্রে জাল পেতে রেখেছে বিশ্বাসঘাতকেরা।

এদিকে ফন্দিমাফিক মেজর ডেমপিয়ার জমিদার নর নারায়ণ রায়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন একদল ইংরেজ সৈন্য।

বিশ্বাসঘাতক নর নারায়ণ রায় টিপুকে ফাঁদে ফেলবার জন্য আগেই একটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেনঃ

‘যুদ্ধের বিষয়ে জরুরী আলাপ আছে। ইংরেজদের খ[illegible] করতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো।’

সরলমনা টিপু চিঠির কথায় বিশ্বাস করলেন। এ[illegible] জন্যেও তিনি ভাবতে পারলেন না, এর ভেতর কোনো ছলনা [illegible]রে।

টিপু তাঁর মুক্তি ফৌজের নেতাদের নিয়ে ছুটে এলে[illegible] নারায়ণ রায়ের বাড়ি। নতুন আশা উঁকি মারছিল তাঁর মনের কোণে। ইংরেজদের তাড়াতে হলে সকলের সাহায্য তাঁর দরকার। সেই সাহায্যের হাতই তো বাড়িয়েছেন রায় বাবু। টিপু কিছু বলার আগেই জমিদার নর নারায়ণ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, গদ গদ হয়ে বললেন[illegible]

‘এসো বন্ধু [illegible]মার অপেক্ষায় বসেছিলাম। বাংলার মাটি থেকে বেনিয়া ইংরেজদের না তাড়াতে পারলে আর কিছুতেই শান্তি নেই আমাদের। এসো, বসো তোমরা।’

কথাগুলি বলেই নর নারায়ণ রায় হাঁক ছাড়লেনঃ এই তোরা কে আছিস? আমার বন্ধুর সেবা যত্নের ব্যবস্থা কর।

facebook/@maktabatuttalamij

বলার সাথে সাথেই বাড়িতে লুকিয়ে থাকা ইংরেজ সৈন্যরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল গোপন জায়গা থেকে। কিছুমাত্রও দেরী না করে তারা নিরস্ত্র টিপু আর তাঁর সাথীদের ঘিরে ফেলল।

টিপু বুঝতে পারলেন, বিশ্বাসঘাতকদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন তিনি। বন্দী হয়েছেন তাদের হাতে। আর কিছুই করার উপায় নেই এখন তাঁর।

পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন মেজর ডেম্‌পিয়ার। ঠোঁটে তার মৃদু হাসি। সেই হাসির রেখা ঠোঁটে লাগিয়েই তিনি বললেনঃ

'টিপু তুমি বীর। আমি বীরকে সম্মান করি। তবে এটাও ঠিক, আমি একজন ইংরেজ। সুতরাং তোমার দুশমন আমি। তবুও তোমার সাথে কোনো বেঈমানী আমি করিনি। তোমার দেশের লোকই তোমার সাথে বেঈমানী করল। তুমি এখন আমার বন্দী। চল আমার সাথে।'

টিপ [illegible] ক্তি ফৌজের প্রধান যোদ্ধারা সেই যে ইংরেজ সেনাপতির সাথে গেলেন [illegible] নোদিন ফিরে এলেন না।

আম [illegible] মর হয়ে আছেন টিপু। চিরকাল আমরা তাঁর কথা মনে রাখব। স্ম [illegible] রব, [illegible] টিপু নামের এই বীর মুক্তি সেনানীকে, যিনি প্রাণ দিয়ে গে [illegible] দের স্বাধীনতার জন্যে। তাঁর রক্তের ঋণ কোনোদিনই আমরা শুধতে পারব না।

ই. ফা. বা. ৮৬৮৭/নথি প্র ৪১৩৫ /মু· ১০২৫০/ নবেম্বর ১৯৮৬

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij